Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

সোমবার the ২৯ day of সেপ্টেম্বর **, ২০২২**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৩২৫৭/২০১৩

শ্রীমতি মল্লিকা রানী বড়ুয়া Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৬/০৫/২০২২ খ্রিঃ, ২৮/০৬/২০২২ খ্রিঃ ; ১৪/০৮/২০২২খ্রিঃ ও ২০/০৯/২০২২ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব আশীষ কুমার চৌধুরী----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞ ভি.পি কৌঁসুলি (জি.পি)

---------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা একটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন বৈলতলী মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ৫৭০ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলী সম্পত্তি অত্র মামলার নালিশী সম্পত্তি হয়। উক্ত সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন যথাক্রমে নিশি চন্দ্র বড়ুয়া, সর্বানন্দ বড়ুয়া, কিশোরী মোহন বড়ুয়া, শ্যামাচরণ বড়ুয়া, কালী কিঙ্কর বড়ুয়া, নিকুঞ্জ লাল বড়ুয়া, রমনী মোহন বড়ুয়া, ভুবণ মোহন বড়ুয়া ও শেফালিকা বড়ুয়া। বিগত আর এস রেকর্ড তাদের নামে হয়। আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন বড়ুয়া, ভুবন বড়ুয়া ও শেফালিকা বড়ুয়া নিঃসন্তান মরনে অপরাপর আর এস রেকর্ডীগণ তাদের স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। আর এস রেকর্ডী সর্বানন্দ বড়ুয়া ০২ পুত্র মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়া ও অজিত কুমার বড়ুয়া এবং এক কন্যা সুভাষিনী বড়ুয়াকে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। র্সবানন্দের মৃত্যুতে তার দুই পুত্র সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বি এস খতিয়ানে ভুলক্রমে সর্বানন্দ বড়ুয়ার কন্যা সুভাষিনীর নামও লিপি হয়। সর্বানন্দের পুত্র মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়া এক পুত্র প্রদীপ বড়ুয়া ও স্ত্রী দরখাস্তকারী মল্লিকা রানী বড়ুয়াকে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। প্রদীপ বুড়য়া এক পুত্র প্রান্ত বড়ুয়া ও স্ত্রী বন্দনা বড়ুয়া কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। প্রদীপের মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব পুত্র ও স্ত্রী প্রাপ্ত হয়।

অপর আর এস রেকডী নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া এক পুত্র কনক কান্তি বড়ুয়াকে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। কনক কান্তি বড়ুয়া স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ভারতবাসী হন এবং তথায় অবিবাহিত অবস্থায় মারা যান। কিন্তু কনক কান্তির নামে ভুলভাবে বি এস খতিয়ান হয়। কনক কান্তি বড়ুয়া ভারতবাসী হবার কালে দরখাস্তকারী বরাবর তাহার ত্যজ্য সম্পত্তি আপোষে ত্যাগ করে যান। তৎপর হতে তিনি উক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলে থাকেন। পরবর্তীতে ভুল বি এস খতিয়ানে অনুবলে সুভাসিনী বড়ুয়া ও কনক কান্তি বড়ুয়া স্বত্ব অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ভি.পি মামলা নং-১৭/৮১-৮২ নং মামলা মুলে তফসিল বর্নিত ৫৭ শতক ভুমি সরকার থেকে ইজারা নিয়ে ২৮$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি তৎ আপন দেবর অজিত কুমার এর স্ত্রী সৃতিকনা বড়ুয়া বরাবর ছেড়ে দেন এবং অবশিষ্ট ২৮$\frac{১}{২}$ শতক ভুমিতে নিজে ভোগ দখলে থাকেন। প্রার্থী নালিশী ২৮$\frac{১}{২}$ শতক ভুমি ওয়ারীশসূত্রে ও লীজমুলে ভোগ দখলে থাকায় উহা অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী।

অত্র মামলার ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

নালিশী ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় । সরকার ভিপি মামলা নং ১৭/৮১-৮২ মূলে জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে

সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

বিচার্য বিষয় ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) প্রার্থীক তার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

প্রার্থীপক্ষ তাহাদের মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা প্রান্ত বড়ুয়া (Pt.W.1) কে উপস্থাপন করেন এবং যেসকল দালিলিক প্রমান আদালতে দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী- ১- ৮ ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়। অন্যদিকে, সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা কামরুল ইসলাম (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

প্রান্ত বড়ুয়া (Pt.W.1) এবং রঞ্জন কুমার দেব (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

প্রথমেই আমি প্রার্থীপক্ষে উপস্থাপিত মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যাদি আলোচনা করিব। প্রার্থীপক্ষে Pt.W.1 হিসাবে প্রার্থীকের পৌত্র সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি যে জবানবন্দি প্রদান করেন তাহার সংক্ষিপ্তসার এই যে, তফসিলী সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন যথাক্রমে নিকুঞ্জ লাল বড়ুয়া গং ১০ জন। নিকুঞ্জ লাল মরনে ০১ পুত্র কনক কান্তি ওয়ারীশ থাকে। আর এস রেকর্ডী সর্বানন্দ বড়ুয়া মরনে ০২ পুত্র মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়া ও অজিত কুমার বড়ুয়া এবং এক কন্যা সুভাষিনী ওয়ারীশ থাকে। বি এস খতিয়ানে ভুলক্রমে কন্যা সুভাষিনীর নাম লিপি হয়। কারন দায়ভাগ নীতি অনুসারে পুত্রের অনুপস্থিতিতে কন্যা সম্পত্তি পায় না। মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়া মরনে এক পুত্র প্রদীপ বড়ুয়া ও ০১ স্ত্রী দরখাস্তকারীকে ওয়ারীশ থাকে। মল্লিকা রানীর জীবদ্দশায় প্রদীপ মারা যাওয়ায় তিনি দরখাস্তকারী হিসাবে অত্র মামলা আনয়ন করেন। প্রদীপ বুড়য়া এক পুত্র প্রান্ত বড়ুয়া ও স্ত্রী বন্দনা বড়ুয়া কে ওয়ারীশ রেখে মারা যান। প্রদীপের মৃত্যুতে তৎ স্বত্ব পুত্র ও স্ত্রী প্রাপ্ত হয়। তিনি জবানবন্দিতে আরো বলেন যে, নালিশী সম্পত্তি তাদের ওয়ারীশান সম্পত্তি এবং তিনি ভিপি ১৭/৮১-৮২ মামলা মূলে উক্ত সম্পত্তির লিজ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে অজিত কুমার কিছু সম্পত্তি দাবি করিলে তার বরাবর কিছু সারেন্ডার করেন। নালিশী সম্পত্তিতে তিনি সহ-অংশীদার ও লিজ মূলে ভোগদখলে আছেন। তিনি নালিশী ভুমি অবমুক্তির প্রার্থনা করেন।

Pt.W.1 কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী -১
২। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী ২
৩। ওয়ারীশ সনদপত্র	প্রদর্শনী-৩
৪। বৈলতলী মৌজার আর এস ৭৭৩ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী-৪
৫। বি এস ১১৮৭ ও বি এস ৯৬৯ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
৬। আর এস ও বি এস দাগাদির মিলামিল সংবাদ	প্রদর্শনী-৬
৬। ডি.সি আর	প্রদর্শনী-৭
৭। ভিপি মা নং- ১৭/৮১-৮২ এর লিজ এগ্রিমেন্ট	প্রদর্শনী-৮

Pt.W.1 তার জেরায় বলেন যে, আর এস সর্বানন্দের নামে। গেজেট সুবাসিণী বড়ুয়ার নামে। সর্বানন্দের মেয়ে সুবাসিণীর নাম গেজেটে ভুল করে উঠেছে। সর্বানন্দের ছেলে মোক্ষদারঞ্জন, তার ছেলে প্রদীপ বড়ুয়া এবং প্রদীপ বড়ুয়ার ছেলে তিনি। তিনি বলেন যে তার মোট দাবি ৫৭ শতকের মধ্যে ২৮$\frac{১}{২}$ শতক । নালিশী ভুমিতে তার কোন দখল নেই মর্মে সাজেশন তিনি অস্বীকার করেন।

অপরদিকে প্রতিপক্ষে Op.W.1 হিসাবে চন্দনাইশ থানার সাতবারিয়া ভুমি অফিসের ইউনিয়ন ভুমি সহকারী কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম তার জবানবন্দিতে বলেন, নালিশী ভুমির আর এস রেকর্ডী মালিক ও তাদের ওয়ারীশগণ পাক ভারত যুদ্ধের সময় ভারত চলে যাওয়ায় উক্ত সম্পত্তি ক তফসিল সম্পত্তি হিসাবে গেজেটে প্রকাশিত হয়। ৫৭০ নং ক্রমিকে অর্ন্তভুক্ত হয়। সরকার ১৭/৮১-৮২ নং নথিমূলে একসনা ইজারা দেয়। নালিশী ভুমি সরকারী সম্পত্তি । প্রার্থীপক্ষ তা ফেরত পাবে না। প্রতি পক্ষে দাখিলী মামলা পরিচালনা করার ক্ষমতাপত্র **(প্রদর্শনী- ক)** হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

Op.W.1 তার জেরাতে বলেন যে, মল্লিকা রানী বড়ুয়া লিজ গ্রহন করে। সত্য নয় যে মল্লিকা রানী বড়ুয়া ওয়ারীশ ও সহ অংশীদার সূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার থাকায় নালিশী ভুমির লিজ গ্রহণ করেন। মল্লিকা রানীর স্বামী মোক্ষদারঞ্জন। তার পিতার নাম সর্বানন্দ কিনা জানেন না। মল্লিকা রানীর পুত্র প্রদীপ বড়ুয়া কিনা তিনি তা জানেন না। প্রদীপ বড়ুয়ার ওয়ারীশ প্রার্থীকগণ কিনা জানেন না। সত্য নয় আর এস রেকর্ডী সর্বানন্দের মৌরশী ও সহ-অংশীদার সূত্রে প্রার্থীকগণ নালিশী জমিতে স্বত্ববান ও দখলকার আছেন।

উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রদর্শনী-৪, আর এস ৭৭৩ নং খতিয়ান হতে দেখা যায়, নালিশী ৪৮৯৯ ও ৬৬৪৪ নং দাগ সহ অপরাপর দাগভুমির মালিক ছিলেন নিশি চন্দ্র বড়ুয়া, সর্বানন্দ বড়ুয়া সহ অন্যান্যগণ। প্রদর্শনী-৩ ও ৪ হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত নিশিচন্দ্র বড়ুয়া ও সর্বানন্দ বড়ুয়া পরস্পর আপন ভ্রাতা। প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে , আর এস রেকর্ডী সর্বানন্দ বড়ুয়া দুই পুত্র মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়া ও অজিত কুমার বড়ুয়া এবং এক কন্যা সুবাসিনী বড়ুয়া কে মারা যান। প্রদর্শনী-৩(গ) হতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দুই পুত্র মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়া ও অজিত বড়ুয়া সর্বানন্দের ওয়ারিশ ছিলেন। সুবাসিনী বড়ুয়া নামে সর্বানন্দের কোন কন্যা ছিল মর্মে পাওয়া যায়নি। প্রার্থীপক্ষ বি এস খতিয়ানে সুবাসিনীর নাম ভুলক্রমে লিপি হয় মর্মে দাবি করেছেন। কিন্তু উক্ত বি এস ১১৮৭ খতিয়ান (প্রদর্শনী-৫) হতে দেখা যায়, সেখানে সুবাসিনী বড়ুয়া নামে কোন নাম নেই। উক্ত বি এস খতিয়ান সর্বানন্দের একপুত্র অজিত কুমার বড়ুয়া ও অপর পুত্র মোক্ষদা রঞ্জন বড়ুয়ার পুত্র প্রদীপ কুমার বড়ুয়ার নামে প্রচার আছে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু ওয়ারিশ সনদপত্র ও বি এস খতিয়ানে সর্বানন্দের কন্যা হিসাবে সুবাসিনীর নাম নেই সুতরা সুবাসিনী আর এস রেকর্ডী সর্বানন্দের কন্যা নন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষের দাবিমতে সর্বানন্দের পুত্র মোক্ষদা রঞ্জন মরনে এক পুত্র প্রদীপ বড়ুয়া ও স্ত্রী মল্লিকা রানী ওয়ারীশ থাকে। প্রদীপ বড়ুয়া মরনে এক পুত্র প্রান্ত বড়ুয়া ও স্ত্রী বন্দনা বড়ুয়া কে ওয়ারীশ থাকে। প্রদর্শনী-৩(ঘ) ও ৩(ঙ) পর্যালোচনায় উক্ত দাবির সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

প্রার্থীপক্ষ হতে দাখিলীয় প্রদর্শনী-৪, ও ওয়ারীশ সনদপত্র প্রদর্শনী- ৩(ক) ও ৩(খ) হতে প্রতীয়মান হয় যে, আর এস রেকর্ডী নিশিচন্দ্রের এক পুত্র ছিল নিকুঞ্জ বিহারী এবং নিকুঞ্জ বিহারীর মৃত্যুতে এক পুত্র কনক কান্তি বড়ুয়া ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। নালিশী অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকা ও লীজ দলিল **(প্রদর্শনী-১ ও ৮) মতে, সুবাসিনী বড়ুয়া এবং নিকুঞ্জ বিহারীর পুত্র কনক কান্তি বড়ুয়া** ভারতবাসী যেকারনে তাহাদের অংশীয় সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয় এবং ভিপি মামলা নং-১৭/৮১-৮২ মূলে প্রার্থীক শ্রীমতি মল্লিকা রানী বড়ুয়া কে একসনা ইজারা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিপক্ষ সরকার উক্ত ইজারা প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করেননি। প্রার্থীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় লীজ এগ্রিমেন্ট ও ডি.সি.আর প্রদ- ৭, ৮ দ্বারা পরিস্কার ধারনা আসে যে, নালিশী ভুমিতে প্রার্থীপক্ষের দখল বিদ্যমান আছে। সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালতের অভিমত এই যে, প্রার্থীপক্ষ লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে আছে মর্মে প্রমানিত হয় ।

যুক্তিতর্ক শুনানিকালে প্রার্থীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, প্রার্থীপক্ষ ওয়ারীশসূত্রে ও লীজমুলে নালিশী সম্পত্তির দখলে থাকায় প্রার্থীপক্ষ নালিশী সম্পত্তি অবমুক্তি পাওয়ার অধিকারী। *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারা মতে অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির আদেশ পাওয়ার হকদার মালিক অর্থ-

“যে ব্যক্তির সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভূক্ত হইয়াছে সেই মূল মালিক বা তাহার উত্তরাধিকারী,

বা উক্ত মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীর স্বার্থাধিকারী,

বা **তাহাদের অনুপস্থিতিতে তাহাদের উত্তরাধিকারসূত্রে এমন সহ-অংশীদার** যিনি বা যাহারা ইজারা গ্রহন বা অন্য কোনভাবে সম্পত্তির দখলে রহিয়াছেন----"

উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আর এস রেকর্ডী নিশিচন্দ্র ও সর্বানন্দ পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। প্রদর্শনী-১ সরকারী গেজেট দৃষ্টে, সুভাসিনী বড়ুয়া ও কনক কান্তি বড়ুয়ার ত্যজ্য সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়। বাদীপক্ষ সুবাসিনী বড়ুয়াকে আর এস রেকর্ডী সর্বানন্দের কন্যা দাবি করলেও তৎসমর্থনে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমান প্রার্থীপক্ষ হাজির করতে পারেননি। সুবাসিনীর সাথে প্রার্থীপক্ষের কোনরুপ উত্তরাধিকার সম্পর্ক আছে মর্মে দৃষ্ট হয়নি। সুতরাং প্রার্থীক তাহার অংশ কোনভাবেই অবমুক্তি পাবার হকদার নন বলে আমি মনে করি।

প্রদর্শনী-৩, ৩(ক) ও ৩(খ) হতে দেখা যায়, আর এস রেকর্ডী নিশিচন্দ্র তালুকদারের পুত্র নিকুঞ্জ বিহারী মরনে এক পুত্র কনক কান্তি বড়ুয়া ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে যাহার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। প্রার্থীক প্রান্ত বড়ুয়ার পিতা প্রদীপ বড়ুয়া আর এস রেকর্ডী সর্বানন্দের পৌত্র হয়। এদিকে ভারতবাসী কনক কান্তি বড়ুয়া সর্বনন্দের ভ্রাতুষপুত্রের পুত্র হয়। সর্বানন্দ ও নিশিচন্দ্র যদি আপন ভ্রাতা হয়ে থাকে তাহলে, স্পষ্ঠভাবে প্রতীয়মান যে, প্রদীপ বড়ুয়া ও ভারতবাসী কনক কান্তি বড়ুয়া একই বংশীয় এবং প্রদীপ বড়ুয়া উত্তরাধিকারী হিসাবে সম্পত্তির দাবিদার হবেন। প্রার্থীকদের পূর্ববর্তী প্রদীপ বড়ুয়া মূল মালিকের উত্তরাধীকারসূত্রে সহ-শরীক হওয়ায় ও লীজমূলে ভোগ দখলকার থাকায় প্রার্থীকগণ মুল মালিক কনক কান্তি বড়ুয়ার অংশীয় নালিশী ২৮$\frac{১}{২}$ শতক সম্পত্তি হতে ১৪.২৫ শতক সম্পত্তি অবমুক্তি পেতে হকদার বলে আমি বিবেচনা করি এবং অবশিষ্ট ১৪.২৫ শতক সম্পত্তি সর্বানন্দের অপর পুত্র অজিত কুমার বড়ুয়া অথবা তার পরবর্তী ওয়ারীশগণ বরাবরে অবমুক্তি হতে পারে। সার্বিক বিবেচনায় প্রার্থীক প্রান্ত বড়ুয়া ও বন্দন বড়ুয়া ১৪.২৫ শতক ভুমি অবমুক্তি পাবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় আংশিক মঞ্জুর করা হল। নালিশী আরএস ৬৬৪৪ ও ৪৮৯৯ দাগ তৎসামিল ৭১৯৭, ৪৬৩৭ দাগের আন্দরে ১৪.২৫ শতক সম্পত্তি

প্রার্থীগন এর বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

এছাড়া উক্ত দাগাদির আন্দরে প্রার্থীকদের দাবিকৃত অবশিষ্ট ১৪.২৫ শতক সম্পত্তি অজিত কুমার বড়ুয়া অথবা তার অনুপস্থিতিতে তাহার পরবর্তী ওয়ারীশ বরাবরে অবমুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল,
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।